'ওড়িয়া' – দ্বাদশ শতকের তাম্রশাসনে 'ওড়িয়া ভাষা'র নিজস্ব পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি খ্রীঃ পূঃ যুগের অশোকের শিলালিপি এবং নৃপতি খারবেলের 'হাতিগুম্ফা লিপি' প্রাচীন উড়িষ্যার মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক। খ্রীঃ দশম থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে রচিত অন্ততঃ ৬০টি প্রস্তর-লিপি বা তাম্রলিপি এযাবৎ উড়িষ্যায় পাওয়া গেছে। উড়িষ্যার চতুর্দিক বেষ্টন ক'রে আছে বাঙলা, বিহারী, ছত্তিশগড়ী, হিন্দী, তেলুগু প্রভৃতি ভাষাভাষী অঞ্চল, ফলতঃ ভাষায় মিশ্রণ এত অধিক যে উড়িষ্যার উপভাষাগুলিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে এর যে ৫টি উপভাষার কথা বলা হয়, তাদের মধ্যে পুরী ও কটক জেলার উপভাষাই শিষ্ট কথ্যভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। বাঙলার মতোই ওড়িয়াতেও 'চর্যাপদ'কেই ভাষার আদি নিদর্শনরূপে মেনে নিতে হয়। এছাড়া দ্বাদশ শতকের 'মাদলাপঞ্জী' এবং ত্রয়োদশ শতকের অবধুত নারায়ণস্বামী-রচিত 'রুদ্র সুধানিধি' উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সাহিত্য। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের প্রভাবে ওড়িয়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ধ্বনি পরিবর্তনের দিক্ থেকে ওড়িয়া ভাষা বাঙলা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষণশীল। তবে ওড়িয়া ভাষায় কিছুটা দ্রাবিড় এবং মারাঠি প্রভাবের পরিচয় আছে। পূর্বাঞ্চলীয় অপর ভাষাগুলির তুলনায় 'ওড়িয়া ভাষা' অধিকতর রক্ষণশীল, তাই ভাষাবিদ্যার অনুশীলনে এই ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ওড়িয়া ভাষায় পদমধ্যস্থ ও পদান্তে 'অ' ধ্বনি বর্তমান রয়েছে (বাঙলায় পদ-মধ্যে 'ও' এবং পদান্তে লুপ্ত হয়েছে)। 'ঋ'-কারের উচ্চারণ 'রু', মূর্ধণ্য 'ণ'-এর উচ্চারণ 'ড়ঁ' এবং মূর্ধন্য ল়-এর উচ্চারণে দ্রাবিড় প্রভাবের পরিচয় বর্তমান। দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ এবং স্বরসঙ্গতির অভাবহেতু অপর সমস্ত স্বরধ্বনির উচ্চারণও অনেকটা অব্যাহত রয়েছে। কাজেই বানানে আর উচ্চারণে ওড়িয়ায় পার্থক্য কম। ওড়িয়ায় স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণ বাঙলার মতোই হ্রস্ব, তবে 'আ' কখনো কখনো দীর্ঘ উচ্চারিত হয়—যেমন, 'না'= নয়', কিন্তু 'না-'= নৌকা'। ওড়িয়ায় 'অ্যা' (æ) নেই, কিন্তু কোন কোন উপভাষায় একটু উচ্চতর 'এ্যা' (ɛ) আছে। নাসিক্যধ্বনির মহাপ্রাণতাও এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—নহ, মহ। শিস্‌ধ্বনিগুলি বাঙলায় 'শ' উচ্চারিত হ'লেও ওড়িয়ায় উচ্চারণ 'স'। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির কোন একটির লোপ কিংবা ছন্দসন্ধি হয় বা যৌগিক স্বরে পরিণত হয়, কিন্তু ওড়িয়ায় স্বরসংযোগ হয় অর্থাৎ দুটিই স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে—'ঘিঅ, পুঅ'। ওড়িয়া ভাষায় বহুবচনে '-এ' ও '- মান' বিভক্তি, কর্মকারকে '-কু', অপাদান কারকে '-রু' এবং '-উ' বিভক্তি, সম্বন্ধ পদের বহুবচনে '-ঙ্কর' বিভক্তি, অধিকরণে '-ত' এবং 'ভূ' ধাতুর 'হে' পরিণতি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

অসমীয়া – খ্রীঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর দিক থেকেই অসমীয়া ভাষাও স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক শঙ্করদেবের প্রভাবে অসমীয়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সূচিত হয়। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলোর মধ্যে অসমীয়া ভাষাতেই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম নাটক ও গদ্য-সাহিত্য রচিত হয়। বাঙলা ভাষার যে শাখাটি 'কামরূপী' নামে পরিচিত, সম্ভবতঃ সেই শাখাটিই দেশকালোচিত রূপান্তরে আ° পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর দিকে অসমীয়া ভাষায় পরিণতি লাভ করেছে। ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের মধ্যে সম্ভবতঃ অসমীয়া ভাষাতেই বহিঃপ্রভাব সর্বাধিক বেশী। কারণ এর উপর একদিকে তিব্বতী-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার (বোড়ো, গারো, মেইথেই, নাগা প্রভৃতি) প্রভাব, অন্যদিকে অস্ট্রীক তথা নিষাদ গোষ্ঠীর ভাষাপ্রভাব পড়েছে। এর উপর সহোদরা স্থানীয়

Scanned with CamScanner

বাঙলা ভাষারও প্রভাব রয়েছে। বাঙ্‌লার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার প্রধান পার্থক্য শব্দ ব্যবহারে। ভোট-চীনী ভাষার, বিশেষতঃ বোড়ো ভাষার ক্রমবর্ধমান শব্দপ্রবেশই অসমীয়া ভাষাকে বাঙলা থেকে দূরতর স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। উভয় ভাষার মধ্যে ব্যাকরণগত পার্থক্য খুব বেশী নয় ; লিপিবিধি প্রায় এক, দু' একটি মাত্র ব্যতিক্রম রয়েছে ; তবে উচ্চারণে পার্থক্য কিছু বেশিই। মূর্ধন্য ধ্বনির প্রবণতা অসমীয়া ভাষায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'ত' বর্গের স্থলে 'ট' বর্গের উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তালব্য বর্গের ধ্বনিগুলির উচ্চারণও উষ্মীভূত, অর্থাৎ 'চ'-স্থলে 'স' (s) এবং 'জ'-স্থলে 'জ়' (z) উচ্চারণ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'স্'-এর উচ্চারণ অনেকটা 'হ্' (কণ্ঠনালীর সঙ্কোচনে অনেকটা 'খ্')-এর মতো। এ ছাড়া বিভক্তি ব্যবহারেও কিছু বৈচিত্র্য আছে, যেমন সপ্তমীতে 'ৎ' বিভক্তির প্রয়োগ।

Scanned with CamScanner